৩

দৈনিক ইনকিলাব

10 APR 1997
তারিখ ...
পৃঃ ৮ কলাম ৬

ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্কুল

পরিচ্ছন্ন জীবিকার সিংহভাগ আসে ব্যবসা-বাণিজ্য হতে। এ কথা সবারই জানা যে, এই ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই দেখা যায়, যে দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে যত বেশী অগ্রসর সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশী উন্নত। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রের উন্নতি-অগ্রগতি কখনো আপনাআপনি হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী উন্নয়নের বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।

পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলো অনেক আগে থেকেই বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে এক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। তারা ব্যবসায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব প্রয়োগিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষার প্রচলন থাকলেও এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ পেশাগত ব্যবসায় শিক্ষা প্রবর্তন করলেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম কেবল স্নাতকোত্তর পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনই প্রথম স্নাতক পর্যায়ে ৪ বছর মেয়াদী পেশাগত বিবিএ প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির চাহিদা পূরণে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৯৯১ সালে চারটি ডিসিপ্লিন নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এই চারটি ডিসিপ্লিনের একটি হচ্ছে বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্কুলের আওতাধীন একমাত্র ডিসিপ্লিন। সূচনালগ্ন হতেই এই ডিসিপ্লিন ব্যবসায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নতি-অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ডিসিপ্লিনের চার বছর মেয়াদী বিবিএ প্রোগ্রাম মোট ০৮ সেমিস্টারে বিভক্ত। শিক্ষার্থীদেরকে যথার্থ অর্থে প্রফেশনাল ব্যবসায় নির্বাহী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োজনধর্মী কোর্সসমূহ প্রথম ০৭ সেমিস্টারব্যাপী শিক্ষা দেয়া হয়। আর সবশেষ তথা ৮ম সেমিস্টার নির্দিষ্ট রয়েছে ইন্টার্নশীপের জন্য। দীর্ঘ ১২ সপ্তাহ ব্যবসায় সংগঠনে থেকে কাজ করার সুযোগ লাভ করে ইন্টার্নী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এ সময়ে তারা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তব অনুশীলনের অভিযোজনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা তাদের পরবর্তী পেশাগত জীবনের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ ডিসিপ্লিনে এমবিএ কোর্স চালু করা হবে।

বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন তার বিশেষায়িত চাহিদা পূরণের জন্য নিজস্ব সেমিনার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছে। অডিও ভিজুয়াল ল্যাব এবং এমআইএস ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের শিক্ষাদানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ্যামডিবের (Association of Management Development Institutes in Bangladesh) সহযোগিতায় এই ডিসিপ্লিন টিচিং মেথোডোলজি শীর্ষক ওয়ার্কশপ সফলভাবে আয়োজন করেছে। এই ডিসিপ্লিনে ইতোপূর্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের পাশাপাশি এই ডিসিপ্লিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অফিসারদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার পেশাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন এমডিসা (Association of Management Development Institutes in South Asia)-এর সদস্যপদ লাভ করেছে এবং এক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এই ডিসিপ্লিনের সাথে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মধ্যে শিক্ষা, কার্যক্রম ও গবেষণা বিষয়ে এক দ্বি-পক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ব্যবসার জগত নিরন্তর পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সচেতনভাবে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং জাতিকে যুগোপযোগী দক্ষ ব্যবসায় নির্বাহী ও প্রশাসক উপহার দেবার জন্য বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ, বি, এম, রশীদুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত ডীন

SHEET —— OF —— SHEETS